বাংলা-দশ সুপ্রীম কোর্ট
হাই-কার্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিস্ডিকশান)

**রীট পিটিশন নং ৯৭২০/২০১১.**

শি-রানামঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা-দ-শর সংবিধা-নর ১০২(২) অনু-চ্ছদ এর বিধান অনুযায়ী একটি রীট মোকদ্দমা।

এবং
পক্ষগনঃ

১। হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলা-দশ (এইচ আর পি বি) এর প-ক্ষ এর -চয়ারম্যান, আইনজীবি মনজিল মোরসেদ, হল রুম নং-২, সুপ্রীম-কার্ট বার এ-সাসি-য়শন ভবন, ঢাকা, বাংলা-দশ।
২। আইনজীবি আসাদুজ্জামান সিদ্দিকি, হল রুম নং-২, সুপ্রীম-কার্ট বার এ-সাসি-য়শন ভবন, ঢাকা, বাংলা-দশ।
৩। আইনজীবি একলাসউদ্দিন ভূইয়া, হল রুম নং-২, সুপ্রীম-কার্ট বার এ-সাসি-য়শন ভবন, ঢাকা, বাংলা-দশ।

.....দরখাস্তকারীদ্বয়।

-বনাম-

১। সচিব, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন,বাংলা-দশ সচিবালয়, শাহবাগ, ঢাকা, বাংলা-দশ।
২। সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলা-দশ সচিবালয়, শাহবাগ, ঢাকা, বাংলা-দশ।
৩। চেয়ারম্যান, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ১৩, শহীদ ক্যা-প্টন মনসুর আলী সড়ক, ঢাকা, বাংলা-দশ।
৬। মেয়র, ঢাকা সিটি ক-র্পা-রশন, সিটি ক-র্পা-রশন ভবন, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
৭। প্রধান নির্বাহী, ঢাকা সিটি ক-র্পা-রশন, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
৮। পুলিশ কমিশনার, পুলিশ -হড কোয়ার্টার, ফুলিবাড়িয়া, রমনা, ঢাকা, বাংলা-দশ।
৯। অফিসার ইন চার্জ, থানা-কদমতলী, ঢাকা, বাংলা-দশ।
১০। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ।
১১। পুলিশ সুপার, নারায়নগঞ্জ।

১২। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা (টিএনও), নারায়নগঞ্জ (সদর)।
১৩। উপ-জলা চেয়ারম্যান, নারায়নগঞ্জ (সদর), ।
১৪। অফিসার ইন চার্জ (ও,সি), নারায়নগঞ্জ (সদর)।
১৫। অফিসার ইন চার্জ (ও,সি), থানা-ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।
১৬। অফিসার ইন চার্জ (ও,সি), থানা- সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
১৭। অফিসার ইন চার্জ (ও,সি), থানা- ডেমরা, ঢাকা।
১৮। অফিসার ইন চার্জ (ও,সি), থানা-কদমতলী, ঢাকা।
১৯। চেয়ারম্যান, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ, নারায়নগঞ্জ (সদর), ডাকঘর- ফতুল্লা, থানা-ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ। ।
২০। চেয়ারম্যান, সিদ্দিরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, নারায়নগঞ্জ (সদর) ডাকঘর-সিদ্দিরগঞ্জ, থানা-সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
২১। চেয়ারম্যান, সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডাকঘর- সারুলিয়া, উপ-জলা-তেঁজগাও সা-র্কল, থানা- ডেমরা, জেলা-ঢাকা।

..... প্রতিপক্ষগণ।

বিজ্ঞ আইনজীবিগণঃ-

**জনাব মনজিল মোর-সদ**

.....দরখাস্তকারীদ্ব-য়র প-ক্ষ।

জনাবা কামরুন-নছা

..... ৪নং প্রতিপ-ক্ষ।

জনাব মোঃ এনামুল কবির,

.....৬ এবং ৭ নং প্রতিপ-ক্ষ।

শুনানী ঃ ২৫/০২/২০১৫, ০২/০৮/২০১৫
এবং
**রায় প্রদান ঃ ০৬/০৯/২০১৫।**

**উপস্থিতঃ**

**বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী**
**এবং**
**বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল**

**বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ**

দরখাস্তকারী কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা-দ-শর সংবিধা-নর ১০২(২) অনু-চ্ছদ এর বিধান ম-ত দাখিলকৃত দরখা-স্তর পরি-প্রক্ষি-ত প্রতিপক্ষ-দর প্রতি কারণ দর্শা-না পূর্বক রুল জারী করা হয়। যাহা নিম্নরুপঃ-

*"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why inaction of the respondents to take necessary steps to stop poisonous fish culture in chemically polluted and poisoned area of WASA lagoons at Kodamtoli, Dhaka which is dangerous and seriously affecting the health of the citizens should be declared to have been made without lawful authority and is of no legal effect and why a direction should not be given upon the respondents to stop all kinds of fish culture in Kodamtoli WASA Lagoon, Dhaka and to take necessary steps against the persons who are engaged with the business for fish culture and selling the same fish cultured in the WASA Lagoon, Kodamtoli, Dhaka."*

*Pending hearing of the Rule, the respondents are directed for continuous monitoring in day and night in WASA Lagoons, Kodamtoli, Dhaka, so that no one can culture fish in the area and cannot sell / store in any way of the fish of that area and submit a compliance report before this Court through Registrar within 4 (four) weeks from date and the respondent Nos. 2-4, 5 and 7-8 are also directed to form an expert committee consisting of members of each office to prepare a recommendation to stop cultivation of fish in such poisonous water at WASA lagoon, Kodamtoli, Dhaka and submit a compliance report within 4 (four) weeks.*

*The office is directed to serve notices and copies upon the respondents at the cost of office.*

*The Rule is made returnable within 4 (four) weeks.*

দরখাস্তকারী হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলা-দশ সং-ক্ষ-প এইচ, আর, পি, বি, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যাহার উদ্দেশ্য বিপদগ্রস্ত মানুষের আইন সহায়তা প্রদান করা, মানুষের ভিতর সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মানবাধিকার হই-ত বঞ্চিত মানুষ-ক সহায়তা করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স-র্বাপরি পরি-বশ এবং জনগ-নর জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং আই-নর শাসন রক্ষায় অগ্রণী ভুমিকা পালন করা। বাংলা-দ-শ আই-নর শাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখি-ত জনস্বার্থ মামলার ( Public Interest litigaton) গুরুত্ব অপরিসীম। জনস্বার্থ মামলার মাধ্য-ম আই-নর শাসন ও মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষ-ন হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলা-দশ (এইচ আর পি বি) নিরলস কাজ করিয়া যাই-ত-ছ। হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলা-দশ (এইচ আর পি বি) নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ পরিবেশগত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করণের মতো অতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষ-য় সদা জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় সর্বত্র সর্বদা নিজেদের নিয়োজিত রাখিতেছে। বি-শষ

ক-র যখনই বিচা-রর বাণী নিভৃ-ত কা-দঁ তখনই ন্যায় বিচা-রর দাবী নি-য় হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলা-দশ (এইচ আর পি বি) আদাল-তর দ্বারস্ত হইয়া এবং জনমানুষ তথা নিঃস্ব-নিপিড়ীত মানু-ষর পা-শ দাড়ি-য়-ছ। প্রশাসন বিচার বিভাগসহ সর্বস্ত-র গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্য-ম একটি কল্যানকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্য-ম সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচা-রর নিশ্চয়তা বিধা-নর সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দৃঢ়তার সাথে হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ (এইচ আর পি বি) কাজ করিয়া যাই-ত-ছ।

দরখাস্তকারী এইচ আর পি বি বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট তথা প্রতিবেদন এর মাধ্যমে জানিতে পারিয়াছে যে, এক শ্রেণীর দুর্নীতি পরায়ন এবং লোভী সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ব্যবসায়ীর যোগসাজ-শ রাজধানীর কদমতলীতে ওয়াসার লেগুনে বিষাক্ত মাছ চাষ হই-ত-ছ। যাহা জনস্বা-স্থ্যর জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। চিকিৎসকদের মতে এই লেগুনে চাষকৃত মাছ মানুষের কিডনি, লিভার ও স্নায়ুত-ন্ত্রর মারাত্মক ক্ষতিসহ প্রাণঘাতি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়া-ছ। দরখাস্তকারীর মূল বক্তব্য হইল এই যে, অনতিবিল-ম্ব ওয়াসার লেগুনের এই অবৈধ বিষাক্ত মাছ চাষ বন্ধ করিবার জন্য সকল পক্ষ-ক প্র-য়াজনীয় কঠিন নি-র্দশনা প্রদান না করি-ল জনগ-নর স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মু-খ পড়ি-ব এবং ব্যাপক প্রানহানী ঘটি-ব।

রুলটি জারীর সময় প্রতিপক্ষগণ-ক এই ম-র্ম একটি নি-র্দশনা প্রদান করা হইয়াছিল যে, এই রুলটি চলমান অবস্থায় যেন নিয়মিত দিন-রাত লেগুন পরিদর্শন করা হয় এবং কেহ যেন উক্ত লেগুনে মাছ চাষ করিতে না পা-র এবং সংশ্লিষ্ট বিষ-য় আদালত-ক অবহিত করিবার জন্য নি-র্দশ প্রদান করা হইয়াছিল এবং ২-৪, ৫ এবং ৭-৮ নং প্রতিপক্ষ-ক এই ম-র্ম নি-র্দশনা প্রদান করা হইয়াছিল যে, একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়া তাহা-দর মতামত এই আদালত-ক জানা-নার জন্য।

বিগত ৪/০১/২০১২ তারি-খর অত্র আদালতের নি-র্দশ মোত-বক ৪নং প্রতিপক্ষ একটি Expert Committee তথা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়া তাহা-দর-ক ৪ (চার) সপ্তা-হর ম-ধ্য সুপারিশসহ প্রতি-বদন দাখিল করিবার নি-র্দশ প্রদান করিয়াছি-লন। উক্ত Expert Committee তথা বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য বৃন্দ হইলেন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গঃ

*(১)তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা-আহবায়ক।*

*(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি।----------সদস্য*

*(৩) ঢাকা মে-ট্রাপলিটন পুলিশ এর প্রতিনিধি----------সদস্য*

*(৪) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা (মৎস্য ও প্রানিসম্পদ*

*মন্ত্রণাল-য়র প্রতিনিধি)।------সদস্য*

*(৫) ডাঃ নিশাত পারভীন, সহঃ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, অথঞ্চল-৫, ঢাকা দক্ষিণ সিটি ক-র্পাঃ*

*ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর-পা-রশন এর প্রতিনিধি)----------সদস্য।*

*(৬)নির্বাহী প্র-কৌশলী, পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। --------- সদস্য সচিব।*

উপরোক্ত Expert Committee তথা বিশেষজ্ঞ কমিটি লেগুন এলাকা স-রজমি-ন পরিদর্শন করিয়া বিগত ২৩/০১/২০১২ এবং ০২/০২/২০১২ ইং তারি-খ এতদ্‌বিষ-য় সভা করিয়া কিছু সুপারিশ প্রনয়ন করিয়াছি-লন।

Expert Committee তথা বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণয়নকৃত সুপারিশ সমুহ নিম্নরুপ ঃ

*''১। এখন থে-ক প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ মৎস্য অধিদপ্তর, ম্যাজি-স্ট্রট, আইন প্র-য়াগকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ই-লকট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিতিতে সকল লেগুনে র-টনন প্র-য়াগ করিয়া এবং জাল টানিয়া মৎস্য নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইতে পারে।*

*২। পু-রা পয়ঃ শোধনাগার এলকা অরক্ষিত প্রায় ৫ কিঃ মিঃ সীমানা বিশিষ্ট পয়ঃ শোধনাগার এলাকার কোন সীমানা প্রাচীর না থাকায় জনগ-ণর রহিয়া-ছ অবাধ বিচরণ। পুরো এলকার নিরপত্তায় এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্র-নর জন্য অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা যাইতে পারে।*

*৩। পয়ঃ শোধনাগার এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আনসার ও ঢাকা ওয়াসার নিরাপত্তারক্ষীদের কার্যক্রম তদারকীর জন্য পয়ঃ শোধনাগার এলাকায় একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদায়ন করা যাইতে পারে।*

*৪। পয়ঃ শোধনাগার এলাকায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর রাত্রীকালীন টহল জোরদার করা আবশ্যক।*

*৫। নিম্নোক্ত সতর্কীকরণ বার্তা সম্বলিত সাইন বোর্ড পয়ঃ শোধনাগারের বিভিন্ন স্থা-ন স্থাপন করা যাই-ত পা-র।*

*(ক) পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের উৎপাদিত মাছবিষাক্ত।*

*(খ) এই মাছ জনস্বা-স্থ্যর জন্য ক্ষতিকর।*

*(গ) লেগুনে মাছ চাষ ও ধরা শাস্তি-যাগ্য অপরাধ।*

*৬। প্রধান ও শাখা পয়ঃ লাইন সমুহ সংস্কার পূর্বক পয়ঃ প্রবাহ বৃদ্ধি করিয়া পাগলা শোধনাগারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাইতে পারে।''*

৪নং প্রতিপক্ষ ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই রু-ল উপস্থিত হইয়া জবাব দাখিল ক-রন। ৪ নং প্রতিপ-ক্ষর বর্ণনা এই যে, ঢাকার সুয়্যা-রজ ট্রিট-মন্ট এর জন্য পাগলায় ২৪৬ একর জায়গা জু-ড় ঢাকা ওয়াসার ১৬ টি লেগুন আছে যাহার ম-ধ্য 'এ' টাইপ লেগুন ৮ টি এবং 'বি' টাইপ লেগুন ৮টি। এই লেগুনে প্রাকৃতিকভা-ব মৎস্য উৎপন্ন হইয়া থা-ক। এই ২৪৬ একর বিশাল লেগুনটির জন্য যে সীমানা দেয়াল প্রয়োজন তাহা এখন পর্যন্ত নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ওয়াসার মাত্র ২০ জন আনসার সদস্য এই বিশাল লেগুনটির নিরাপত্তার কা-জ নি-য়াজিত রহিয়া-ছ। এই বিশাল লেগুনটি এত স্বল্প সংখ্যক আনসার দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হই-ত-ছনা বিধায় কিছু অসাধু লোকজন উক্ত লেগুনে মাছ চাষ করিতেছে এবং সেই মাছ ধরে অবৈধভাবে জনসাধার-ণর মাঝে বিক্রি করিতেছে বলিয়া তাহারা বিভিন্ন সুত্রে জানতে পারিয়া-ছন। এই অবৈধ মাছ চাষ এর ব্যাপা-র ওয়াসা কর্তৃপক্ষ অতী-ত বিভিন্ন পদ-ক্ষপ নিয়াছি-লন এবং বর্তমা-নও বিভিন্ন প্রতি-রাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করি-ত-ছন। ওয়াসা কর্তৃপক্ষ মৎস্য বিভাগ, ম্যাজি-ষ্ট্রট এবং স্থানীয় আইন সহায়তাকারী সংস্থার সা-থ যৌথভা-ব প্রতিবছর বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করিয়া এবং লেগুনের মাছ ধরিয়া ধ্বংস করিয়া পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করিয়া যাই-ত-ছন।

-ময়র ঢাকা সিটি ক-র্পা-রশন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঢাকা সিটি ক-র্পা-রশন প্রতিপক্ষ ৬ এবং ৭ হিসা-ব তাহা-দর জবাব দাখিল করিয়া-ছন। তাহাদের বক্তব্য হইল এই যে, তাহারা এই লেগুনে অবৈধ মৎস্য চাষের ব্যাপা-র সম্পুর্ণভা-ব ওয়াকিবহাল আ-ছন এবং এই অবৈধ মৎস্য চাষ প্রতি-রা-ধর ব্যাপা-র ওয়াসাসহ স্থানীয় কতৃপ-ক্ষর সহিত তাহারা সার্বক্ষনিক যোগা-যাগ রক্ষা করিয়া চলি-ত-ছন এবং প্র-য়াজনীয় পদ-ক্ষপ গ্রহণ করি-ত-ছন।

দরখাস্তকারীর দরখাস্ত, দরখা--স্তর সহিত সংযুক্ত পেপার ক্লিপিং এবং প্রতিপক্ষগ-ণর এফি-ডভিট ইন অপজিশন পর্যা-লাচনা করিলাম। দরখাস্তকারীর আইনজীবি এবং প্রতিপক্ষগণের আইনজীবিবৃন্দের যুক্তিতর্ক শুনিলাম।

মানু-ষর জীবনধার-নর অন্যতম প্রধান উপাদান খাদ্য। খাদ্য মানুষের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যাহা ব্যতিত বাঁচিয়া থাকা কল্পনা করা যায় না এবং অসম্ভব। সেই খাদ্য-ক নি-য় কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী-দর বেআইনী কর্মকান্ড আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে বিঘ্নিত করিতেছে। খা-দার দুষ্প্রাপ্যতা এবং ভেজাল খা-দ্যর প্রসা-র মানু-ষর জীবনধারন বর্তমা-ন এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। মানু-ষর মা-ছর চাহিদা তথা বাঙ্গালীর মাছের প্রতি আকর্ষন অনাদীকাল। এক সময় বলা হইতো মাছে ভাতে বাঙ্গালী, সেই মাছ এখন ফরমালীনযুক্ত বিষাক্ত। এমনকি বিষাক্ত পানিতে তথা ওয়াসার লেগুনের মত বিষাক্ত পানিতে মাছ চাষ

হই-ত-ছ। এই ধরনের একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষ-য় অসাধু ব্যবসায়ী-দর অপতৎপরতার কার-ন হাজার হাজার মানুষ রোগাক্রান্ত হই-ত-ছ এবং সাধারণ গরীব মানুষ যে-হতু চিকিৎসার ব্যয়ভার বহ-ন অক্ষম সেই কার-ণ তাহারা জীব-নর অধিকার হই-ত বঞ্চিত হইতেছে। খা-দ্য ভেজা-লর মাধ্য-ম জনগন-ক স্বাস্থ্য ঝুঁকির ম-ধ্য ফেলিয়া দেওয়া হই-ত-ছ। কিন্তু সেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি হই-ত জনগণ-ক রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র তার দায়িত্ব যথাযথভা-ব পালন করি-ত পারি-ত-ছনা। ফলশ্রুতি-ত, খা-দ্য ভেজা-লর প্রবণতা দিন দিন বাড়িয়া চলি-ত-ছ এবং নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা লোপ পাই-ত-ছ ও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার মানুষ হারাই-ত-ছ।

সংবিধা-নর অনু-চ্ছদ ১৮ মোতা-বক জনগ-ণর পুষ্টির স্তর- উন্নয়ন ও জনস্বা-স্থ্যর উন্নতিসাধন-ক রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করি-বন এবং রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করি-বন। অর্থাৎ আমা-দর সংবিধান রা-ষ্ট্রর অন্যতম মুলনীতি হি-স-ব জনসা-স্থ্যর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উ-ল্লখ করিয়া-ছন। সুতরাং রাষ্ট্র জনগ-নর পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বা-স্থ্যর নিশ্চয়তা দান করি-বন ইহাই কাম্য।

সংবিধা-নর অনু-চ্ছদ ৩২ অনুসা-র বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার মৌলিক অধিকার হি-স-ব স্বীকৃতিপ্রাপ্ত । আর বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্য তথা বিষমুক্ত খাদ্য। কিন্তু ভেজাল খা-দ্যর কার-ণ মানু-ষর বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ হই-ত-ছ। ওয়াসা লেগুনের বিষাক্ত মাছ জনসাধারনের মাঝে বিক্রয় প্রতি-রাধ করি-ত রাষ্ট্র ব্যর্থ হওয়ায় জনগণ তাহা-দর সংবিধান প্রদত্ত স্বাভাবিক জীব-নর অধিকার হই-ত বঞ্চিত হই-ত-ছ।

খাদ্যের গুনাগুণ ও বিশুদ্ধতা রক্ষায় প্রচলিত আইন The Pure Food Ordinance 1959 এর ধারা ৩(১) অনুসারে যে কোন খাদ্যে যদি বিষাক্ত যাবতীয় কোন উপাদান থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এরকম খাদ্য-ক ভেজাল খাদ্য হি-স-ব বি-বচনা করা হয় এবং ধারা ৩(৫) অনুসা-র খাদ্যের সংজ্ঞায় মাছ, মাংস, সবজি, পানি, তৈল, ঔষধ এবং অন্যান্য উপাদান-ক বুঝা-না হই-ত-ছ যেগুলো মানুষের জীবন ধারনের জন্য প্র-য়াজন। আই-নর বিধান অনুসা-র খা-দ্য ভেজাল প্রতি-রা-ধর জন্য সরকা-রর উপর কতিপয় দায়িত্ব অর্পন করা হইয়া-ছ। যেখা-ন National Food Safety Advirsory Council গঠন করিয়া এবং উহার মাধা-ম গুনগত ও উন্নত খা-দ্যর নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য পদ-ক্ষপ গ্রহ-নর দায়িত্ব দেয়া হইয়া-ছ। কিন্তু এ ধর-নর একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হই-লও বাংলা-দ-শ বর্তমা-ন যে হা-র খা-দ্য ভেজাল এবং রাসায়নিক উপাদান মিশ্রিত খাদ্য বিভিন্ন ভাবে বাজারে বিক্রয় হই-ত-ছ তাহা নিয়ন্ত্রনের জন্য আইনের প্রদত্ত উক্ত কমিটি -তমন কোন ভূমিকা রাখি-ত পারি-তছেনা। উক্ত আইনের ৬(১) ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হইয়া-ছ যে, কোন ব্যক্তি এমন কোন খাদ্য বিক্রয় বা উৎপাদন করি-ব না যেটি মানু-ষর স্বা-স্থ্যর জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু ওয়াসা লেগুনের বিষাক্ত মাছ সকল জায়গায় অহরহ বিক্রি হই-লও প্রশাস-নর পক্ষ হই-ত তেমন কোন দৃশ্যমান পদ-ক্ষপ গ্রহন

করা হই-ত-ছনা। ফ-ল মানুষ বঞ্চিত হই-ত-ছ বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হই-ত এবং হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ি-ত-ছ। ওয়াসার লেগুনের বিষাক্ত মাছ বিক্রি এবং উৎপাদ-নর জন্য শাস্তির বিধান থাকি-লও আমরা এখন পর্যন্ত তেমন কোন শাস্তির বিষ-য় অবগত নই।

The Pure Food Ordinance এর ২৮(১) ধারায় নাগরিক-দর বিভিন্ন এলাকায় পাবলিক এনালাইস্ট (public analyst) এর মাধ্য-ম খা-দ্য ভেজাল সম্প-র্ক পরীক্ষার মাধ্য-ম নিশ্চিত হওয়ার অধিকার দেওয়া আ-ছ কিন্তু এই ধর-নর পাবলিক এনালাইস্ট নি-য়া-গর মাধ্য-ম জনগ-নর সে অধিকার-ক প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। উক্ত আইনের ৪১ (এ) ধারায় খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী অপরাধীদের বিভিন্ন শাস্তি প্রদানের জন্য Food Court স্থাপ-নর বিধান রইয়া-ছ। কিন্তু সরকার এ ধর-নর কোর্ট স্থাপন না করায় জনগ-নর স্বাস্থ্য ঝুঁকি রোধ করার লক্ষ্যে প্রশাসনের নিস্কিয়তা চ্যালেঞ্জ করে 'হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলা-দশ' জনস্বা-র্থ ২০০৯ সা-ল আই-নর বিধান কার্যকরী করার জন্য হাই-কা-র্ট একটি রীট পিটিশন দা-য়র করি-ল বিচারপতি এ,বি,এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এর সমন্ব-য় গঠিত হাই-কার্ট বিভা-গর একটি বেঞ্চ প্র-ত্যকটি জেলায় ও মহানগরী-ত পাবলিক এনালাইস্ট অব ফুড নি-য়াগ করার জন্য নি-র্দশ প্রদান ক-রন এবং প্রতিটি জেলায় ও মহানগরী-ত দুই বৎস-রর ম-ধ্য Food Court স্থাপন করার নি-র্দশ প্রদান করিয়াছি-লন। ই-তাম-ধ্য উক্ত Food Court স্থাপন কাজ সম্পন্ন হইয়া-ছ কিন্তু সরকা-রর পক্ষ হই-ত ভেজাল খাদ্য উৎপাদনকারী, সংরক্ষনকারী এবং বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মামলা দায়েরর নজির নাই।

১৯৭৪ স-ন বি-শষ ক্ষমতা আই-নর ২৫ (সি) ধারা ম-ত খা-দ্য ভেজাল মিশ্রণকারী-দর স-র্বাচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এই ধর-নর আই-নর বিধান থাকা স-ত্বও এখন পর্যন্ত খা-দ্য ভেজা-লর কার-ন কোন অপরাধী-দর মৃত্যুদন্ড হইয়া-ছ এইরকম তথ্য জানা যায় না। বর্তমা-ন বাংলা-দ-শর প্রেক্ষাপ-ট বলি-ত গে-ল খা-দ্য ভেজালকারী-দর ব্যবসার জন্য অন্যতম ভাল স্থান বাংলা-দশ। কিন্তু এই ধর-নর অপরাধী-দর প্রতি-রাধ করিয়া মানু-ষর জীব-নর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা-দ-শর সংবিধা-ন সুস্পষ্টভা-ব জীব-নর অধিকার-ক মৌলিক অধিকার হি-স-ব স্বীকৃতি দেওয়া হই-লও উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূ-হর নির্লিপ্তার কার-ন আই-নর কোন সুফল জনসাধারণ পাই-ত-ছ না। এই অবস্থা চলি-ত থাকি-ল আমা-দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মারাত্মক স্বা-স্থ্য ঝুকি-ত পড়ি-ব। সুতরাং এখনই ভেজাল কারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া ব্যবস্থা গ্রহন করা জরুরী হইয়া পড়ি-ত-ছ। এ ব্যাপা-র সংবিধান, Pure Food Ordinance এবং বি-শষ ক্ষমতা আই-নর যথাযথ বাস্তবায়-নর ল-ক্ষ্য পদ-ক্ষপ নেয়ার জন্য প্রশাসন-ক এগি-য় আসি-ত হই-ব।

বর্তমান মোকদ্দমার নথিপত্র, পেপার ক্লিপিং এবং পক্ষদ্বয়ের আইনজীবিদের যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষন করিয়া আমা-দর দৃঢ় মতামত হইল যে কোন খাদ্যে ভেজাল তথা ভেজাল বা বিষযুক্ত খাদ্য প্রস্তুতকারী/ উৎপাদনকারী,

সংরক্ষনকারী বিক্রেতা দেশ এবং জণগনের শত্রু। জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী এই সব দুষ্কৃতিকারী-দর বিরু-দ্ধ রা-ষ্ট্রর -সাচ্চার হই-ত হই-ব।

এমতাবস্থায়, আমরা প্রতিপক্ষ-দর নিম্ন বর্ণিত নি-র্দশনা সমূহ প্রদান কর-তছি ঃ-

(১) অত্র রা-য়র কপি প্রাপ্ত হওয়ার দিন হই-ত পরবর্তী ২৪ মা-সর ম-ধ্য লেগুন এলাকার সীমানা দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন করিবার জন্য ৪নং প্রতিপক্ষ-ক নি-র্দশ প্রদান করা হইল।

(২) প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর ৪ নং প্রতিপ-ক্ষর তত্বাবধা-ন মৎস্য অধিদপ্তর, ম্যাজি-ষ্ট্রট, আইন প্র-য়াগাকারী সংস্থা এবং ১৯, ২০, ২১ নং প্রতিপক্ষ এবং বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ই-লট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিতি-ত লেগুনে র-টনল প্র-য়াগ করিয়া এবং জাল টানিয়া মৎস্য নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া এবং তাহা প্রিন্ট ও ই-লট্রনিক মিডিয়ায় প্রচা-রর ব্যবস্থা গ্রহন করার নি-র্দশ প্রদান করা হইল।

(৩) ৪ নং প্রতিপক্ষ লেগুন এলাকায় প্র-য়াজনীয় সংখ্যক আনসার ও নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ প্রদান করিয়া সুষ্ঠ, কার্যকর এবং নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করি-ব যাহা-ত কেহ মৎস্য চাষ ও বিক্রয় করিতে না পারে।

(৪) ৮, ১৪ হই-ত ১৮ নং প্রতিপক্ষ-ক লেগুন এলাকায় রাত্রীকালীন বিশেষ টহল প্রদা-নর জন্য নি-র্দশ প্রদান করা হইল।

(৫) ৪ নং প্রতিপক্ষ লেগুন এলাকায় সতর্কীকরণ বার্তা সম্বলিত সাইন-বার্ড যথা (ক) ‘‘পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের উৎপাদিত মাছ বিষাক্ত’’ (খ)এই মাছ জনসা-স্থ্যর জন্য ক্ষতিকর এমনকি ক্যান্সার হই-ত পা-র। (গ) লেগুনে মাছ চাষ ও ধরা শাস্তি-যাগ্য অপরাধ। সংশ্লিষ্ট আই-নর ধারা এবং শাস্তির পরিমাণ উ-ল্লখ ক-র প্র-য়াজনীয় সংখ্যক সতর্কীকরণ সাইন-বার্ড প্রতি নির্দিষ্ট দুর-ত্ব অনতিবিল-ম্ব প্রতিস্থাপন করার নি-র্দশ প্রদান করা হইল।

(৬) প্রধান শাখা ও পয়ঃলাইন সমুহ সংস্কার পূর্বক পয়ঃপ্রবাহ বৃদ্ধি করিয়া পাগলা শোধনাগা-রর কাজ সর্বোত্তম জনসাস্থ্যের ঝুকিমুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার নি-র্দশ প্রদান করা হইল।

(৭) ১৯, ২০, ২১ নং প্রতিপক্ষগণ তাহা-দর স্ব স্ব এলাকার গণ্য মান্য স্থানীয় প্রতিনিধি-দর সমন্ব-য় কমিটি গঠন করিয়া লেগুনে অবৈধ মৎস্য চাষ নি-রাধ ক-ল্প ওয়াসাকে প্র-য়াজনীয় পরামর্শ ও সহ-যাগিতা প্রদান করি-বন।

প্রতিপক্ষগণ-ক উপরে বর্ণিত নির্দেশনা সমূহ অত্র রায়ের কপি পাইবার পরপরই শুরু করিবার জন্য নি-র্দশ প্রদান করা হইল।

এমতাবস্থায়, অত্র রুলটি খরচ ব্যতিরেকে চূড়ান্ত (absolute) করা হইল।

দরখাস্তকারীপ-ক্ষর বিজ্ঞ আইনজীবি ম-হাদয়গণ এবং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি ম-হাদয়গণ-ক এই মোকদ্দমায় সর্বান্তকরণে সহায়তা করিবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে।

এই রীট মোকদ্দমাটি Continueing Mandamus বা আদাল-তর চলমান নি-র্দশ হিসা-ব থাকি-ব, সে-হতু, এই রীট মোদ্দমায় প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা সম্পর্কে কোন সংশয়ের উদ্রেক হইলে দরখাস্তকারী বা কোন পক্ষ বা অন্য যে-কান প্রতিপক্ষ হাই-কার্ট বিভা-গর সংশিষ্ট বে-ঞ্চর নিকট নি-র্দশনা প্রার্থনা করি-ত পারি-বন।

অত্র রায়ের কপি অতিসত্তর সকল প্রতিপক্ষগ-ণর নিকট প্রেরণ করা হউক।

---